মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

এই পরাশক্তি কেন সংকটে

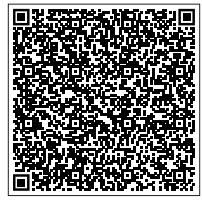

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

এই পরাশক্তি কেন সংকটে

সম্পাদক

বদরুল আলম খান

প্র কা শ ন

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

এই পরাশক্তি কেন সংকটে

সম্পাদক : বদরুল আলম খান

গ্রন্থস্বত্ব © ২০২৫ সম্পাদক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ

অমর একুশে বইমেলা ২০২৫; মাঘ ১৪৩১

প্রকাশক

গ্রন্থিক প্রকাশন

প্রচ্ছদ

সব্যসাচী কারিগর

অনলাইনে পেতে

gronthik.com

ISBN : 978-984-98842-8-6

Markin Juktorastro

Ei Porashokti Keno Sangkote

Editor : Badrul Alam Khan

Publisher: Gronthik Prokashon

[No part of this book may be reprinted, photographed, photocopied, recorded or reproduced
in any from without the written consent of the copyright holder and publisher.
Printed & Bound in the People's Republic of Bangladesh.]

যারা অনুবাদে সাহায্য করেছেন

আশিষ ভট্টাচার্য
সাহিত্যিক

জাহিদ ইবনে হাই
অর্থনীতিবিদ, ব্যাংকার, লেখক

জাহিদুল আলম খান
সমাজতত্ত্ববিদ, ব্যাংকার

জিয়াউদ্দিন আহমেদ
স্থপতি, মহাকাশ নিয়ে উৎসাহী

তাহমিনা রেজাওয়ান
দর্শনের অধ্যাপক

বদরুল আলম খান
লেখক, অ্যাকাডেমিক

রিয়াজ হক
ইঞ্জিনিয়ার, লেখক

রোজিনা আলম খান
গণিতবিদ

প্রতীক বর্ধন
*দৈনিক প্রথম আলো*র মুখ্য যুগ্ম সম্পাদক

সূর্য মজুমদার
ভূতত্ত্ববিদ, কবি

সূচিপত্র

ভূমিকা ▫ ৯

বদলে যাচ্ছে পৃথিবী ▫ ১৩-৫৫

- □ নতুন ধরনের ভূ-রাজনীতি—জেফ্রি স্যাক্স ▫ ১৫
- □ রক্ত, বিশৃঙ্খলা এবং পতন:
  পশ্চিমা বিশ্বের অপ্রতিরোধ্য ঔদ্ধত্য—ওয়েন জোন্স ▫ ২৭
- □ মার্কিন আধিপত্যের সমাপ্তি হোক
  এই লক্ষ্যে চীনের ঐতিহাসিক কিছু পদক্ষেপ—জেফ্রি স্যাক্স ▫ ৩৩
- □ ইরান ও তুরস্ক 'সাংহাই কোওপারেশন অর্গানাইজেশনে' যোগ দিলে আমেরিকার
  আধিপত্য চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে—জন রুয়েল ▫ ৩৯
- □ পেট্রো ডলার সতর্ক হয়ে যাও: তিনটি তেল সমৃদ্ধ পারস্য উপসাগরীয় দেশ এইমাত্র
  ব্রিক্সে যোগদান করল—এম. কে. ভদ্রকুমার ▫ ৪৫
- □ বৈশ্বিক বাণিজ্যে মার্কিন ডলারের ব্যবহার কমছে—এফ. এম. সাকিল ▫ ৫১

উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা ▫ ৫৭-৯৪

- □ অশনি সংকেত: আমেরিকার বৈশ্বিক ভূমিকা বিপদের মুখে—রিচার্ড ফক ▫ ৫৯
- □ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস গণহত্যার ইতিহাস—নোল টার্নবল ▫ ৬৩
- □ বিশ্বব্যাপী মার্কিন সামরিক উপস্থিতি—মোহাম্মদ হুসেইন ও মোহাম্মদ হাদ্দাদ ▫ ৬৭
- □ যুদ্ধবাজ আমেরিকা ও তার ঋণ সংকট—জেফ্রি স্যাক্স ▫ ৭৩
- □ মার্কিন পররাষ্ট্র নীতিতে কিসিঞ্জারের নৃশংসতা
  তার সাম্রাজ্যবাদী নীতিরই প্রতিফলন—কে. জে. নোহ ▫ ৭৭
- □ আমেরিকা: তার সাম্রাজ্যের গোধূলি লগ্নেও সে এক দুর্বৃত্ত রাষ্ট্র—স্কট বার্চিল ▫ ৮৩
- □ ল্যাটিন আমেরিকায় চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব—জুয়ান আগুলো ▫ ৮৯

ইউরোপ ▫ ৯৫-১৩৫

- □ বিশ্ব রাজনীতিতে ইউরোপ ও অস্ট্রেলিয়া
  নিস্প্রয়োজন হয়ে পড়ছে—ইয়ানিস ভারুফাকিস ▫ ৯৭
- □ ইউক্রেন সংকট পশ্চিমাদের ভুলের ফলাফল: লিবারেল চিন্তার বিভ্রান্তি পুতিনকে
  যুদ্ধে প্ররোচিত করেছিল—জন মারসিমার ▫ ১০৫
- □ ইউক্রেন যুদ্ধ নতুন এক বিশ্ব ব্যবস্থার ইঙ্গিত দিচ্ছে—নাটালি টোচ্চি ▫ ১১৯
- □ বালটিক সাগরে রুশ গ্যাস পাইপ লাইন
  বিস্ফোরণে কে দায়ী—শিমোর হারস্ট ▫ ১২৫
- □ মার্কিন সাম্রাজ্যে সূর্যাস্ত: ইউক্রেনে অচলায়তন—জোসেফ কামিলেরি ▫ ১৩১

মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকা ▫ ১৩৭-২১২

- □ গাজার পর সোয়াহ (নাৎসি গণহত্যা) — পঙ্কজ মিশ্র ▫ ১৩৯
- □ দ্য নাকসা: ১৯৬৭ সালে ইসরাইল কীভাবে পুরো ফিলিস্তিন দখল করে নিল — জেনা আল তাহান ▫ ১৫৯
- □ আলো জ্বলল, নাকি নিভল — জর্জ প্রাউনিং ▫ ১৬৫
- □ অবৈধভাবে জন্ম নেওয়া ইসরাইল পশ্চিম তীরের আরও ভূখণ্ড দখল করছে — জিম তেহো ▫ ১৭১
- □ জাইয়নবাদের গোপন স্নায়ুকেন্দ্র ইংল্যান্ড — কিট ক্লারেনর্গা ▫ ১৭৫
- □ সাতটি কারণে ইসরাইলের সামরিক বাহিনীকে নোবেল শান্তি পুরস্কার দেওয়া উচিত — নুরী ভিটাচি ▫ ১৮১
- □ অপবিত্র আঁতাত: হিন্দুত্ববাদ ও জাইয়নবাদ — অমৃত উইলসন ▫ ১৮৫
- □ পশ্চিম এশিয়া আমেরিকাকে মৌমাছির ঝাঁকের মতো ঘিরে রেখেছে, যতক্ষণ না সে নতজানু হয় — এম. কে. ভদ্রকুমার ▫ ১৯১
- □ মার্কিন আধিপত্যকে প্রতিরোধ করছে ইয়েমেন — উইলিয়াম ভান ওয়াগনেন ▫ ১৯৭
- □ মার্কিন সাম্রাজ্যে সূর্যাস্ত: গাজার বিপর্যয় — জোসেফ কামিলেরি ▫ ২০৩
- □ আফ্রিকায় ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতা বদলে যাচ্ছে — জন চীন ও হালে বারটস ▫ ২০৯

ইন্দো প্রশান্তমহাসাগরীয় অঞ্চল ▫ ২১৩-২৫০

- □ ইন্দো-প্রশান্তমহাসাগরীয় অঞ্চলে আমেরিকা ও জাপানের কৌশল — আন্না কিরিয়েভা ▫ ২১৫
- □ এশিয় প্রশান্তমহাসাগরীয় ন্যাটো: যুদ্ধের আগুনকে আরও উস্কে দেবে — জেফ্রি স্যাক্স ▫ ২২৯
- □ প্রশান্তমহাসাগরে ন্যাটোর ধ্বংসাত্মক সামরিক সংস্কৃতি অনভিপ্রেত — কিশোর মাহবুবানি ▫ ২৩৭
- □ মার্কিন সাম্রাজ্যের উপনিবেশপুঞ্জ: অস্ট্রেলিয়ার ককাস দ্বীপপুঞ্জ কি নতুন ডিয়েগো গারসিয়া হতে চলেছে? — জন মেনাডু ▫ ২৪১
- □ চীনের সঙ্গে বিপর্যয়পূর্ণ সংঘর্ষের দিকে অস্ট্রেলিয়া স্বপ্নের ঘোরে এগিয়ে যাচ্ছে — জন স্ট্যানফোর্ড ▫ ২৪৫

দক্ষিণ এশিয়া ▫ ২৫১-২৮৪

- □ ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে বিকাশমান ভূ-রাজনীতি — জোনাথান ওয়াড ▫ ২৫৩
- □ আফগানিস্তান থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের দুই বছর পর আমেরিকার গ্রহণযোগ্যতা ধুলায় মিশে গেছে — মোহাম্মদ হাসান সোয়েদান ▫ ২৫৭
- □ মার্কিন ষড়যন্ত্র ও পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী — ইন্টারসেপ্ট পত্রিকা থেকে নেওয়া ▫ ২৬৩
- □ আমেরিকা কি বাংলাদেশে সরকার পরিবর্তনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত — ব্রামহা চেলানি ▫ ২৭১
- □ মিয়ানমারের গৃহযুদ্ধ ও জটিল ভূ-রাজনীতি — কে. জে. নোহ ▫ ২৭৭

ভূমিকা

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে পরিবর্তনটা বেশ মন্থর গতিতে সম্পন্ন হয়ে থাকে। পাল তোলা নৌকার গায়ে হালকা বাতাসের ধাক্কা যেভাবে নৌকার গতিপথকে পালটে দেয়, অনেকটা সেভাবে। তবে ইদানীংকালের দুটি ঘটনা– রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধ এবং গাজায় ইসরাইলের গণহত্যা সেই ধারণাগত ভিতকে বদলে দিয়েছে। এখন পরিবর্তন ঘটছে প্রতিদিন, না হলে প্রতিমাসে। ২০২২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হয়। ইসরাইল গাজায় গণহত্যা শুরু করে ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবরের পর। এই দুই ঘটনা প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত নয়। কিন্তু এই দুইয়ের মধ্যে একটা ইঙ্গিত আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৈতিক অবক্ষয়ের। পরাশক্তি হিসেবে তার পতনের আভাসও সেখানে রয়েছে বলে ধারণা করি।

রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হয়েছিল বিশুদ্ধ অর্থে ন্যাটো নামের আক্রমণাত্মক জোটের পূর্ব দিকে প্রসারকে কেন্দ্র করে। রাশিয়াকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলার দুরভিসন্ধি থেকে এই প্রসার ভাবনার সূত্রপাত। আমেরিকার উদ্দেশ্য ছিল, এবং এখনও সেটি বলবোধ আছে, রাশিয়াকে পদানত রাখা, মার্কিন অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক আধিপত্যকে এককালের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর ওপর চাপিয়ে দেওয়া। এই যুদ্ধ আজও চলছে যদিও রাষ্ট্র হিসেবে ইউক্রেন আজ ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। অবশ্য যে যুক্তি দেখিয়ে যুক্তরাষ্ট্র এবং ন্যাটো ইউক্রেনকে যুদ্ধে সহায়তা করছে, সেই যুক্তি সে প্যালেস্টাইনি জনগণের প্রতি দেখাতে পারেনি। গাজায় ইসরাইল গণহত্যা চালালেও প্যালেস্টাইনের প্রতি সাহায্যের হাত না বাড়িয়ে আমেরিকা প্রত্যক্ষভাবে ইসরাইলকে সহায়তা করছে নৈতিক এবং মানবিক মূল্যবোধকে বিসর্জন দিয়ে। অতি শক্তিশালী বোমা, কামান, ক্ষেপণাস্ত্র এবং অর্থ দিয়ে সে আজ তাকে সহায়তা করছে এই হত্যাকাণ্ডে। এই দ্বিমুখীন নৈতিকতা মার্কিন কূটনৈতিক এবং নৈতিক অধঃপতনের প্রতিফল। যুদ্ধবাজ আমেরিকা চায় ইসরাইলের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে তার ক্ষয়িষ্ণু প্রভাব টিকিয়ে রাখতে। অন্যদিকে ইউরোপে রাশিয়াকে অবরোধ করার লক্ষ্যে যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে ফ্যাসিবাদী ইউক্রেনীয় সরকারকে

টিকিয়ে রাখা তার উদ্দেশ্য। সব মিলিয়ে বিশ্ব আজ অশান্ত, সৃষ্টি হচ্ছে বিশ্বযুদ্ধের ঝুঁকি। হতাশার ঘন কুয়াশা ক্রমেই যেন সব যুক্তিতর্কের প্রতিরোধ ভেঙে স্থান করে নিচ্ছে আমাদের মনোজগতে।

এই সংকলনের মূল উদ্দেশ্য বিশ্ব রাজনীতিতে ঘটমান পরিবর্তনের আকার এবং আকৃতিকে বোঝা। যে কয়টি প্রশ্ন এ ব্যাপারে আমাদের সহায়তা করতে পারে, সেগুলো হচ্ছে– বিশ্ব ব্যবস্থায় যে পরিবর্তন লক্ষণীয়, তার পেছনে তিন পরাশক্তির (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন এবং রাশিয়া) ভূমিকা কি? কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন ঘটছে? চীনের বিরুদ্ধে শুরু হওয়া মার্কিন বাণিজ্যিক স্নায়ুযুদ্ধের পরিণতি কি হতে পারে? ব্রিক্স নামের শক্তিশালী জোটের উদ্যোগে পুরোনো উদারনৈতিক বিশ্বব্যবস্থায় পরিবর্তন আনা এবং মার্কিন প্রতিপত্তিকে খাটো করার সম্ভাবনাই বা কতটুকু ইত্যাদি।

বিশ্ব ব্যবস্থায় লক্ষণীয় পরিবর্তনগুলো অনেকটা অতিপ্রাকৃত। সেই পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাবে বিশ্বের পাঁচটি আঞ্চলিক বলয়ের (ইউরোপ, আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্য এবং আফ্রিকা, ইন্দো-প্রশান্তমহাসাগরীয় অঞ্চল এবং দক্ষিণ এশিয়া) প্রতিটিতে। মার্কিন আধিপত্যে ভাটা এবং উঠতি শক্তি হিসেবে চীন এবং রাশিয়ার শক্তি অর্জন আজ এই অঞ্চলগুলোতে বাস্তব রূপ নিচ্ছে। কয়েকটি প্রবণতার দিকে দৃষ্টি দিলে সেটি অন্তত কিছুটা বোধগম্য হয়। প্রথমত, বিশ্ব আজ বহুকেন্দ্রিক ব্যবস্থার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। যে এককেন্দ্রিক ব্যবস্থা (আমেরিকার একছত্র আধিপত্য) সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার পর জন্ম নিয়েছিল, তার পরিবর্তে আজ সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে রাশিয়া, চীন, ভারত, ব্রাজিল এবং দক্ষিণ আফ্রিকাকে নিয়ে বহুকেন্দ্রিক বিশ্বের একটি রূপ। একই সঙ্গে লক্ষ্য করা যাচ্ছে বিশ্ব রাজনীতিতে 'গ্লোবাল সাউথ' নামে ল্যাটিন আমেরিকা, আফ্রিকা এবং এশিয়ার বর্ধিত ভূমিকা। বাণিজ্য, কূটনীতি এবং সামরিক ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে গড়ে উঠছে সহযোগিতার মানসিকতা। আজ আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকার প্রধান বাণিজ্য পার্টনার চীন এবং রাশিয়া। এশিয়ার সঙ্গেও বৃদ্ধি পেয়েছে চীনের বাণিজ্য যোগাযোগ।

এই বহুকেন্দ্রিকতার মধ্যেই জন্ম নিচ্ছে দ্বিকেন্দ্রিক, কিন্তু অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক এক ব্যবস্থা। তার একদিকে রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং 'ফাইভ আইজ' নামে পাঁচটি দেশ, যার মধ্যে আমেরিকা বাদে আরও অন্তর্ভুক্ত অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ব্রিটেন ও নিউজিল্যান্ড। এদের সঙ্গে আরও যোগ করতে পারি ইসরাইল নামের অবৈধভাবে সৃষ্ট রাষ্ট্র। এই ছয়টি দেশ নীতিগত দিক থেকে অভিন্ন। এরা উপনিবেশিক, জাতিবিদ্বেষী (হোয়াইট সুপ্রিম্যাসিস্ত) এবং বাইরে থেকে এসে বসতি স্থাপন করে ভিন দেশকে নিজেদের বলে ঘোষণা করে। তাদের আরও কিছু গুণাবলির মধ্যে রয়েছে বর্ণবাদী, যুদ্ধাংদেহী এবং আন্তর্জাতিক আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গকারী চরিত্র। প্রতিদ্বন্দ্বিতার মন নিয়ে এদের বিপরীতে আছে চীন, যার চমকপ্রদ অর্থনৈতিক

উন্নয়ন তাকে পরাশক্তিতে পরিণত করেছে। অন্যদিকে রয়েছে রাশিয়া, যে দেশ সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে পড়ার পর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল, কিন্তু সব কিছুর পরও সে আজ নতুন পরাশক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। তার এই নবউদ্দীপিত উত্থান অভূতপূর্ব বললে কমিয়ে বলা হয়।

এই দুই কেন্দ্রের মধ্যে যে গুণগত পার্থক্য, সেটিও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের নানা অলি-গলিতে পরিষ্কার রূপ নিতে শুরু করেছে। চীন এবং রাশিয়া জোর দেয় আন্তর্জাতিক সম্পর্কের শান্তি এবং সহযোগিতার ওপর। সহযোগিতার মাধ্যমে সে আন্তর্জাতিক সম্পর্কে সমাধানে বিশ্বাসী। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার মিত্র দেশ আশা করে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধান বের করতে, যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি যুদ্ধ এবং আন্তঃরাষ্ট্রীয় বিদ্বেষ। তবে নব্য কনজারভেটিভ নামে পরিচিত (নিওকন নামেও পরিচিত) এই নীতি ক্রমেই অচল প্রমাণিত হচ্ছে, কারণ সমস্যার সমাধানের পরিবর্তে এ থেকে জন্ম নিচ্ছে নতুন নতুন সমস্যার। এরা বিশ্বে আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় একমাত্র পথ হিসেবে শক্তি প্রয়োগকে দেখে। সে কারণে একে কূটনীতি হিসেবে মূল্যায়ন করা কঠিন বলে মনে করি।

মার্কিন প্রতিপত্তির মূলে রয়েছে মার্কিন ডলারের একচ্ছত্র আধিপত্য। এই আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'ব্রেটন উড' ব্যবস্থা গঠনের মাধ্যমে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর আমেরিকার নেতৃত্বে এই ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয় এবং বৈশ্বিক অর্থনীতিকে ডলারকরণ করা সম্ভব হয়। ডলারের শক্তি প্রয়োগ করে আমেরিকা তার স্বার্থ উদ্ধারের লক্ষে নানা দেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। তার প্রণীত বিশ্বায়নের মাধ্যমে সে সক্ষম হয় বাকি বিশ্বের সম্পদ কুক্ষিগত করার যুৎসই একটি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে। মার্কিন ডলারের আধিপত্য খর্ব করার লক্ষ্যে বিশ্বের অধিকাংশ দেশ আজ তৎপর। সেই তৎপরতা বিশেষ করে লক্ষ্য করি রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর। আমেরিকা ঐ যুদ্ধের দোহাই দিয়ে রাশিয়ার রিজার্ভ ফ্রিজ করে। দরিদ্র দেশ আফগানিস্তান এবং ইরানের মতো দেশের সম্পদও সে এক পর্যায়ে ফ্রিজ করে। এতে করে মার্কিন প্রতিষ্ঠিত বিশ্বব্যবস্থার ওপর বহু দেশ তাদের আস্থা হারিয়ে ফেলছে। মার্কিন ডলারের বিপরীতে নতুন মুদ্রাব্যবস্থা নিয়ে ভাবনাটা সে কারণে জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে জন্ম নিয়েছে ব্রিক্স নামের একটি জোট (২০০৬ সালে ব্রাজিল, ভারত, রাশিয়া, চীন এবং দক্ষিণ আফ্রিকা এই জোট গঠন করে)। মার্কিন ডলারের বিপরীতে তাঁরা দেশীয় মুদ্রায় বাণিজ্য সম্পন্নের এক সুচারু পদ্ধতি উদ্ভাবন করে। সেই বিকল্প ব্যবস্থা যদি ক্রমাগত শক্তিশালী হয়ে ওঠে, তাহলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সংকটে পড়বে এবং পৃথিবী মুক্ত হবে মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভের যাঁতাকল থেকে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আরও দুটি পথে তার আধিপত্য টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হচ্ছে। তার একটি তার প্রণীত নিও লিবারেল অর্থনৈতিক মডেল, যেটি সে বিশ্বের ওপর চাপিয়ে

দেয় এবং তার মাধ্যমে তার অর্থনৈতিক প্রতিপত্তি অটুট রাখে। অন্যদিকে, গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে সে বিভিন্ন দেশে জোরপূর্বক সরকার বদল করে এবং নিজের স্বার্থ রক্ষা করে তার পছন্দসই সরকার প্রতিষ্ঠিত করে। বহুকাল ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে বিভিন্ন দেশে এবং অঞ্চলে তার প্রভাব এবং প্রতিপত্তি টিকিয়ে রেখেছিল। অথচ একই সাথে ফ্যাসিবাদী শক্তির সাথে আঁতাত করে সে চিলি, গুয়েতেমালা, ইউক্রেনসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তার প্রভাব অক্ষুণ্ন রাখতে কুণ্ঠা বোধ করেনি। এই দ্বিমুখীনতা অন্য যে কোনো সময়ের চেয়ে আজ অনেক বেশি স্বচ্ছ। আজ উভয় কৌশল প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে, তার স্থলে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে নতুন মডেল হিসেবে একে অপরের প্রতি সহযোগিতার নীতি।

বিশ্ব রাজনীতিতে এই পরিবর্তন যতটুকু না চমকপ্রদ, ঠিক ততটুকুই দেখি তাকে গ্রহণ করে নেওয়ার তাড়না। সেই তাড়না থেকে এই বইটি প্রকাশ করা হলো। এখানে মোট উনচল্লিশটি প্রবন্ধ আছে যেগুলি এলাকাভিত্তিক মানদণ্ড ব্যবহার করে পাঁচটি অংশে সাজানো হয়েছে। এর সাথে রয়েছে বিশ্ব রাজনৈতিক ব্যবস্থায় পরিবর্তনের ধারার ওপর বাড়তি একটি অংশ। ইংরেজিতে প্রকাশিত এই প্রবন্ধগুলি অনুবাদ করেছেন বিশিষ্ট গুণীজনেরা। তাঁদের প্রতি রইল আমার অকুণ্ঠ ভালোবাসা এবং ধন্যবাদ। আশা করি বইটি আপনাদের কাছে সুপাঠ্য হবে।

বদরুল আলম খান
সিডনি, অস্ট্রেলিয়া, ২৩ আগস্ট, ২০২৪ সাল

নতুন ধরনের ভূ-রাজনীতি

জেফ্রি স্যাক্স

প্রখ্যাত মার্কিন অর্থনীতিবিদ, কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং
জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেলের অর্থনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টা।

আমরা এমন এক সময়ের মধ্যে আছি, যখন ভূ-রাজনীতি গভীরভাবে অস্থির এবং অনিশ্চিত। এই অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়েছে দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্ব ব্যবস্থার কারণে। বিশ্ব ব্যবস্থায় পরিবর্তন নিরন্তরভাবে চলে কিন্তু ইতিহাসের যারা সুচারু বিশ্লেষক, তারা সচরাচর ঐ পরিবর্তনকে কয়েক ধাপে ভাগ করে দেখাতে উৎসাহী। তাদের হিসাব মতে, ১৮১৫ থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত বিশ্ব রাজনীতির ওপর ব্রিটেনের একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল। ঐ সময়কালকে সে সময় বলা হতো 'শান্তির যুগ'। তবে শান্তি কতটুকু বিরাজমান ছিল, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। ১৯১৪ থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যবর্তী সময়ে বিশ্ব দুই মহাযুদ্ধের অবর্ণনীয় ধ্বংসলীলা প্রত্যক্ষ করে। সর্বগ্রাসী অর্থনৈতিক মন্দার (১৯২৭) কারণে লক্ষাধিক মানুষ প্রাণ হারায়। ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হয়। তারপর ব্রিটেনের আধিপত্য ভেঙে নতুন পরাশক্তি হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আত্মপ্রকাশ করে। এরপর শুরু হয় সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং আমেরিকার মধ্যে দীর্ঘ স্নায়ুযুদ্ধের এক উদ্বেগকর অধ্যায়। সেই অধ্যায় টিকে ছিল ১৯৪৭ থেকে ১৯৯১ সাল অবধি (সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন)। ১৯৯১ থেকে ২০০৮ সালের মধ্যবর্তী সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একমাত্র পরাশক্তি হিসেবে তার অবস্থানকে শক্তিশালী করে। পরিবর্তনের এই সুদীর্ঘ চিত্রটি এখানেই শেষ হয়নি।

বিগত দুই দশকে বিশ্ব রাজনীতি এক নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করেছে। তার ধরনটি কেমন, সেটি বোধগম্য হবে, যদি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সংক্রান্ত একাধিক তত্ত্বের মধ্য থেকে কয়েকটি তত্ত্বের সাথে আমরা পরিচিত হই। তত্ত্বগুলির মধ্যে অন্তত পাঁচটি

সবচেয়ে প্রভাবশালী। তার মধ্যে প্রথম তিনটি 'আধিপত্যকেন্দ্রিক' তত্ত্বের নানা প্রকারভেদ। চতুর্থ তত্ত্বটিকে অনেকে 'বাস্তববাদী বা রিয়েলিস্ট' হিসেবে অভিহিত করেন। সর্বশেষ তত্ত্বটি আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কে বহুমুখী সহযোগিতার নীতির সমর্থক। এই তত্ত্বের ধারণায়, বিশ্ব রাজনীতিতে যে সব সমস্যার উদ্ভব হয়, তার সমাধান সম্ভব বৈশ্বিক সহমর্মিতা এবং সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করে। এই শেষোক্ত তত্ত্বটি আমার নিজের পছন্দের।

জেফ্রি স্যাক্স

তিনটি আধিপত্যবাদী তত্ত্বের মধ্যে একটি হচ্ছে শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ভারসাম্য টিকিয়ে রাখার পক্ষে। তত্ত্বটি বিশেষ করে আমেরিকার রাজনৈতিক এলিট শ্রেণির মধ্যে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মহলে জনপ্রিয়। বর্তমান বিশ্ব রাজনীতিকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এই তত্ত্ব দাবি করে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী এবং আধিপত্যবাদী দেশ। কিন্তু তার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আজ জন্ম নিয়েছে সদ্য প্রস্ফুটিত চীন এবং পুনরুত্থানপ্রাপ্ত রাশিয়া। শক্তি ও সামর্থ্যের দিক থেকে ঐ দুই দেশ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে, যখন তারা মার্কিন আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করার ক্ষমতা রাখে এবং তার প্রতি তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাদের উপদেশ, এই উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতিকে সহিষ্ণু পর্যায়ে রাখা উচিত, যেটি একমাত্র সম্ভব যদি প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলোর মধ্যে শক্তির ভারসাম্য টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয় এমনভাবে, যেন শক্তির পাল্লা কোনো এক দিকে ঝুঁকে না পড়ে।

আধিপত্যবাদী তত্ত্বের দ্বিতীয়টি 'প্রতিযোগিতামূলক তত্ত্ব'। সেটিও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বাজারে যথেষ্ট জনপ্রিয়। তত্ত্বটি 'থুসিডাইডিস ফাঁদ' হিসেবেও পরিচিত। এই তত্ত্ব চীনের ক্রমবর্ধমান শক্তি সঞ্চয়ের দিকটি যথেষ্ট উদ্বেগের সাথে প্রত্যক্ষ করার পরামর্শ দেয়। যারা এই তত্ত্বের একনিষ্ঠ অনুসারী, তাদের ধারণায়, ঐ শক্তি সঞ্চয়ের কারণে আন্তর্জাতিক সম্পর্কে প্রতিদ্বন্দ্বিতার এক অসহিষ্ণু পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশ নিচ্ছে চীন এবং আমেরিকা ছাড়াও রাশিয়া। এই ধরনের প্রতিযোগিতামূলক পরিস্থিতি প্রাচীন গ্রিসে পেলোপনেসীয় যুদ্ধের (খ্রিষ্টপূর্ব ৪৩১-৪০৫) ঠিক আগে লক্ষ করা গিয়েছিল। সে সময় গ্রিক নগররাষ্ট্র স্পারটা এবং এথেন্সের মধ্যে দ্বন্দ্বের পরিবেশ সৃষ্টি হয়, যে দ্বন্দ্ব আজ প্রত্যক্ষ করি চীন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে। এই প্রতিযোগিতায় চীনকে এথেন্স নগররাষ্ট্রের সাথে তুলনা করা